Sanatan Dharma

বেদব্যাস

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস বা সংক্ষেপে ব্যাস একজন ঋষি ছিলেন। ইনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র, পরাশরের পুত্র এবং শুকদেবের পিতা। ইনি হিন্দুধর্মের প্রাথমিক প্রত্যাদিষ্ট হিন্দুশাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত বেদের ব্যবহারিক-বিন্যাসকারী

"ব্যাস" বা "বেদব্যাস" আসলে একটি উপাধি। **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস**, যিনি মহর্ষি পরাশর এবং সত্যবতীর পুত্র। তিনিই মহাভারত, পুরাণ সংকলন করেছেন বলে মনে করা হয়।
বিভিন্ন পুরাণে (যেমন বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ) ব্যাসদের নামের তালিকা দেওয়া আছে।

স্বীকৃত 28 জন ব্যাসের নাম নিচে দেওয়া হলো:
1. স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা)
2. প্রজাপতি
3. উশনা
4. বৃহস্পতি
5. সবিতা

Published on: Jun, 18 2025 09:59

6. মৃত্যু
7. ইন্দ্র
8. বশিষ্ঠ
9. সারস্বত
10. ত্রিধামা
11. ত্রিবৃৎ
12. শততেজা
13. ধর্ম
14. সচক্ষু
15. ত্রয্যারুণি
16. ধনঞ্জয়
17. কৃতঞ্জয়
18. ঋতঞ্জয়
19. ভরদ্বাজ
20. গৌতম
21. বাচশ্রবা
22. নারায়ণ
23. তৃণবিন্দু
24. বাল্মীকি
25. শক্তি
26. পরাশর
27. জাতুকর্ণ্য
28. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (বর্তমান ব্যাস)

মনে রাখা দরকার যে "ব্যাস" পদটি একটি দায়িত্ব বা ভূমিকা, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঋষি পালন করেন।

বর্তমান বেদব্যাস এর অপর নাম কী?
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বা বেদব্যাস বা সংক্ষেপে ব্যাস একজন ঋষি ছিলেন। ইনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র, পরাশরের পুত্র এবং শুকদেবের পিতা।

ব্যাস দেবের স্ত্রী কে ছিলেন?
স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, ব্যাস জাবালি নামক এক ঋষির কন্যা পিঞ্জালাকে বিয়ে করেছিলেন। বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্যাসের সাথে তার মিলনের ফলে তার উত্তরাধিকারী তৈরি হয়েছিল, যিনি যা শুনেছিলেন তার সবই পুনরাবৃত্তি করতেন, যার ফলে তিনি শুকদেব (অর্থাৎ তোতাপাখি) নামটি পেয়েছিলেন।

মহাভারতের রচয়িতা মহান ঋষি, --- ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এঁরই মন্ত্রবলে উৎপন্ন সন্তান।

Published on: Jun, 18 2025 09:59